বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া ও বেগম খালেদা জিয়া সরকারের অবদান

তথ্য প্রবাহের দ্বার অবারিত করণ

একটি দেশের সুশাসন নিশ্চিত করার জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন বাক স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করণ। বিএনপি সরকার শুরু থেকেই এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

- বাকশাল প্রতিষ্ঠাকালে শেখ মুজিব তাঁর একনায়কতন্ত্রকে নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে মাত্র ৪ টি পত্রিকা রেখে বাকি সব পত্রিকা বাতিল করে দেন। সরকারের সমালোচনার সকল পথ রুদ্ধ করে দিয়ে অনাচারের পথকে নিষ্কন্টক করেন। সততার প্রতীক, নির্ভীক, গণতন্ত্রকামী প্রেসিডেন্ট জিয়া সংবাদপত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে অবাধ করে দিয়ে জনগণকে বাকশালের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন। বেগম খালেদা জিয়া নতুন নতুন সংবাদ পত্র ও ব্যক্তি মালিকানায় টিভি চ্যানেলের অনুমতি দিয়ে অবাধ তথ্য প্রবাহের দ্বার খুলে দেন।

- প্রেসিডেন্ট জিয়া আজকের জাতীয় প্রেস ক্লাবের জায়গাটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসক্লাবকে হস্তান্তর করেন। সেখানে অবস্থিত বর্তমান ভবনটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন তিনি। শহীদ জিয়ার আমলে প্রথম সাংবাদিকদের বেতন বোর্ড রোয়েদাদ ঘোষণা করা হয়।

- জিয়া সাংবাদিকতার গঠনমূলক জবাবদিহিতার জন্য প্রেস কাউন্সিল এবং যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট গঠন করেন। ১৯৭৭ সালে জিয়াই প্রথম একুশে পদকের প্রবর্তন করেন। বিবিসি, সিএনএন ও স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে অনুষ্ঠান প্রচারের অনুমতি প্রদান করে বেগম খালেদা জিয়া সরকার।

প্রচারণায় : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি